COMPILED & CIRCULATED BY
PROF. PRASENJIT SENAPOTI
SACT, DEPT. OF POLITICAL SCIENCE
NARAJOLE RAJ COLLEGE

4th Semester (U.G); Core Course - SEC-2

পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত ব্যবস্থার ভূমিকার মূল্যায়ন
An Evaluation of the Role of the Panchayat System in West Bengal.

Ans: গণতন্ত্রের মূলমন্ত্রে পৌঁছে দেওয়া, ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ ঘটানো, প্রশাসনিক কাজে জনগণের অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করা, প্রশাসন - মানুষের মধ্যে আত্মনির্ভরশীলতা ও নাগরিক চেতনার অগ্রগতি ঘটানো ইত্যাদি লক্ষ্যের মহান উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে সামনে রেখে পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা চালু করা হয়, সমালোচকদের মতে পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানগুলি সেইসব লক্ষ্যে পৌঁছতে পারেনি এবং সাধারণ মানুষের প্রত্যাশাগুলি পূরণ হয়নি।

ব্যর্থতা :- সমালোচকদের মতে, পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানগুলির ওপর মাত্রাতিরিক্ত সরকারি নিয়ন্ত্রণ পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠান গুলিকে পঙ্গু করে দিয়েছে এবং স্বশাসন ও সুশাসনের লক্ষ্যে পৌঁছনোর পথে প্রধান অন্তরায় হিসেবে কাজ করেছে। পঞ্চায়েতের ওপর পশ্চিমবঙ্গে সরকারের নিয়ন্ত্রণ প্রধানত দু-ধরনের - ১। আর্থিক এবং ২। প্রশাসনিক, পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানগুলিকে আর্থিক অনুদান, ঋণদান, পঞ্চায়েতের

Scanned by CamScanner

হিসাব নিরীক্ষক পরীক্ষার উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক হিসাব পরীক্ষক নিয়োগ প্রভৃতির মাধ্যমে আর্থিক ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ বজায় করা হয়, আর পঞ্চায়েতের বিভিন্ন স্তরে কর্মচারী নিয়োগ, পঞ্চায়েত সরঞ্জার যে কোনো প্রস্তাব বা কর্মসূচিকে অনুমোদন অথবা বাতিল করা, পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানগুলির উপর বিশেষ বিশেষ কাজের দায়িত্ব দেওয়া এবং তা পালন বাধ্য করা পঞ্চায়েতের যাবতীয় কাজকর্ম তত্ত্বাবধান করার জন্য আধিকারিক নিয়োগ প্রভৃতির মাধ্যমে সরকার তার প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখে।

দ্বিতীয়ত, যে সার্বিক উদ্যোগ এবং সক্রিয় দান অংশগ্রহণ পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে সাফল্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে, সেই পরিমান উদ্যোগ ও সক্রিয় অংশগ্রহণ গ্রামের মানুষের মধ্যে দেখা যায় না বলে সমালোচকদের অভিযোগ।

তৃতীয়ত, উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গ্রহণ ও রূপায়ণ, বাদেই প্রশাসন প্রভৃতি ব্যাপারে যে বিশেষ দক্ষতা ও জ্ঞানের প্রয়োজন, পঞ্চায়েত সদস্যদের মধ্যে তা থাকে না।

এ ছাড়া দুর্নীতি, সরকারি তহবিল আত্মসাৎ পঞ্চায়েত সদস্যদের প্রতি বেশি সরকারের সুযোগসন্ধানী হয়ে থাকার মানসিকতা, নেতৃত্বের সংকট, পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানগুলির উপর দলীয় রাজনীতির প্রভাব প্রভৃতি নানা অভিযোগ শোনা যায়।

Scanned by CamScanner

সমালোচনা:- উপরিউক্ত অভিযোগগুলি যে ভিত্তিহীন তা বলা যাবে না, তবে ওই গুলির অধিকাংশই অতিরঞ্জিত অথবা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত।

প্রথমত: পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানগুলির ওপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ আছে সত্য, তবে কিছু পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ অবশ্যই প্রয়োজন, নইলে দুর্নীতি ও স্বৈরাচারে পঞ্চায়েতগুলিকে গ্রাস করবে, পরিচ্ছন্ন ও দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসনের স্বার্থেই পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানগুলির ওপর কিছু পরিমাণ সরকারি নিয়ন্ত্রণ আবশ্যক। তাছাড়া গ্রামের সাধারণ মানুষদের দ্বারা যেসব নির্বাচিত পঞ্চায়েত প্রতিনিধিদের প্রশাসনিক বিষয়ে কোনো অভিজ্ঞতা থাকে না তাদের সেদিক থেকেও কিছু হলে সরকারি নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

দ্বিতীয়ত, পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত ব্যবস্থার সাফল্যের অন্যতম প্রধান কৃতিত্ব হল অপারেশন বর্গা বা ভূমি সংস্কার। গ্রামের ঐক্যমতের পূর্বশর্ত হল চাষযোগ্য জমি গ্রামের গরিব চাষিদের মধ্যে বন্টন। এই উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গের হতেপুরু বামফ্রন্ট সরকার ১৯৭৮ সালে অপারেশন বর্গা নামক অভিযান কর্মসূচি গ্রহণ করে। পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানগুলির অভিযান সহযোগিতায় অল্পদিনের মধ্যেই এই কর্মসূচি সাফল্যের সঙ্গে রূপায়িত হয়।

তৃতীয়ত: ভূমিসংস্কার কর্মসূচির পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গ সরকার দারিদ্র্য দূরীকরণ ও গ্রামীণ মানুষদের কর্মসংস্থান বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে কয়েকটি কর্মসূচি গ্রহণ করে, যথা- গ্রামীণ কর্মসংস্থান (RWP), বিনিময়ে খাদ্য প্রকল্প (FFW) ইত্যাদি, এইসব কর্মসূচি রূপায়ণে পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

Scanned by CamScanner

এছাড়া বন্যা বিধ্বস্ত এলাকার পুনর্গঠন, বন্যার্তদের পুনর্বাসন রাস্তাঘাট মেরামত ও নির্মাণ প্রভৃতির উদ্দেশ্যে যে গ্রামীণ পুনর্গঠন কর্মসূচি (Rural Reconstruction Programme) গ্রহণ করা হয়, তার রূপায়নের ক্ষেত্রে পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠান গুলি অনবদ্য ভূমিকা পালন করেছে। ১৯৭৮ সালে বিধ্বংসী বন্যা এবং ১৯৮২ সালের ভয়াবহ খরা পরিস্থিতিকে পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত ব্যবস্থা যেভাবে মোকাবিলা করেছে, তা নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবি রাখে। এছাড়া শিশুশিক্ষা কর্মসূচি, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্প, সর্বশিক্ষা অভিযান, গ্রামীণ কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা প্রকল্প (১০০ দিনের কাজ), সার্বিক স্বাস্থ্যবিধান কর্মসূচি প্রভৃতি ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করেছে।

পরিশেষে, আজ গ্রাম বাংলার খেটে-খাওয়া মানুষদের মধ্যে যে আত্মবিশ্বাস ও আত্মমর্যাদাবোধ গড়ে উঠেছে, তা অনেকখানি এই পঞ্চায়েত ব্যবস্থারই কল্যাণে পঞ্চায়েত ব্যবস্থার কল্যাণে গ্রামের মানুষ স্বনির্ভর গ্রামীণ অর্থনীতি গড়ে তুলতে সফল হয়েছে। এমনকি পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানগুলিতে এক-তৃতীয়াংশ আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত থাকার ফলে পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানগুলির গণতান্ত্রিক ভিত্তি সম্প্রসারিত হয়েছে। তৃণমূল স্তরে গণতন্ত্রকে সুদৃঢ় করার ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ও সদিচ্ছার কোনো ঘাটতি নেই। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সক্রিয় উদ্যোগে পঞ্চায়েতের সর্বনিম্ন স্তরে সংসদ ও গ্রামসভা গঠন করা হয়েছে, পঞ্চায়েত সমিতি স্তরে ব্লক সংসদ এবং জেলা পরিষদ স্তরে জেলা সংসদ গঠন করা হয়েছে। গ্রাম সংসদ, ব্লক সংসদ, জেলা সংসদ প্রভৃতি সংস্থাগুলিতে বিরোধী দলের

Scanned by CamScanner

প্রতিনিধিদের অন্তর্ভুক্তি বাধ্যতামূলক করে গণতন্ত্রের ভিত্তিকে সুদৃঢ় করা হয়েছে সন্দেহ নাই।

ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধি এবং অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন, নেইল ওয়েবস্টার প্রমুখ বিশেষজ্ঞ গ্রামীণ উন্নয়নে পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত ব্যবস্থার ভূয়সী প্রশংসা করেন। জি, কে. লিটেন তাঁর Development, Devolution and Democracy; Villager Discourse in West Bengal, 1996 শীর্ষক গবেষণাগ্রন্থে মন্তব্য করেন যে, "গ্রামোন্নয়নের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গে অভূতপূর্ব অগ্রগতি ঘটেছে এবং এই অগ্রগতির পিছনে প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করেছে পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানগুলি" 2011 সালে বামফ্রন্টের পরিবর্তে তৃণমূল কংগ্রেস শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছে। এই সরকারও পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে সহযোগিতার সম্পর্ক বজায় রেখেছে।

— o —

Scanned by CamScanner